ফর্ম নং. জে (২) **কলকাতা উচ্চ আদালত**

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

২০২৩ সালের ডব্লিউ পি. এস টি ১৫৮

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

বনাম

সৈয়দ আব্দুল আহসান

রাজ্য/রিট আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রী তপন কে. মুখার্জি, প্রবীণ আইনজীবী

এবং বিজ্ঞ এ. জি. পি.

শ্রীমতী সঙ্গীতা রায়, আইনজীবী

উত্তরদাতার পক্ষে- শ্রী জি. পি. ব্যানার্জি, উকিল

শ্রী এম. এন. রায়, উকিল

শ্রী বি. নন্দী, উকিল

শুনানি ১৬.১০.২০২৩

রায় ১৬.১০.২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক :-

১. রিট পিটিশনটি রাষ্ট্রের নির্দেশে দায়ের করা হয়েছে।

২. ২০২২ সালের ও. এ. ৫০৫-এ পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ২০২৩ সালের ২১শে জুন তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশনটি নির্দেশিত হয়েছে।

৩. রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী বলেন, ব্যক্তিগত বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। তার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। বিভাগীয় কার্যক্রম ১৯৪৩ সালের বাংলার পুলিশ রেগুলেশনের বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশেষ করে, তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৮৬১ নম্বর রেগুলেশনের প্রতি। তিনি বলেন যে, এই ধরনের প্রবিধান কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে একজন উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, তদন্ত প্রতিবেদনটি শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ শাস্তি আরোপ করেছিল। একটি আইনগত আপিল করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত বিবাদী কর্তৃকও সংশোধনের আবেদন করা হয়েছিল। এরপর, ব্যক্তিগত বিবাদী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন।

৪. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাইব্যুনাল ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করেছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণিবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ এবং আপিল), বিধি, ১৯৭১-এর সাথে সম্পর্কিত। ১৯৭১-এর বিধিগুলি ১৯৭১-এর বিধি (১) (৪)-এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের উপ-পরিদর্শক এবং অধস্তন পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত একজন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, ট্রাইব্যুনাল, **(২০১৮) ৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৭০ (ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বনাম রাম লক্ষন শর্মা)** এর অনুপাতের ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল প্রয়োগ করেছে।

তিনি ২০১৬ সালের ডব্লিউ. পি. এস. টি. ৫৭ (হেমায়েত মিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য)-এ পাস হওয়া ২৮শে জুন, ২০২৩ তারিখের একটি অপ্রকাশিত রায় এবং আদেশের উপরও নির্ভর করেন।

৬. ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী তদন্ত কার্যক্রমে রেকর্ডিংয়ের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জমা দেন যে, কোনও উপস্থাপক অফিসার ছাড়াই রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের মৌখিক প্রমাণ নেওয়া হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোনও উপস্থাপক অফিসার উপস্থিত না থেকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর মাধ্যমে নথিগুলি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তিনি জমা দেন যে, উপস্থাপক অফিসারের অনুপস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম কলুষিত হয়ে পড়েছিল।

৭. ২০২০ সালের ২৬শে জুন ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা শুরু করা হয়েছিল। সেই সময়ে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাথে কাজ করা একজন উপ-পরিদর্শক ছিলেন।

৮. ২০২০ সালের ১৮ই মার্চ একটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে সাজানো অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

৯. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বেসরকারি বিবাদীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আদেশ জারি করে। বেসরকারি বিবাদী তার বিরুদ্ধে আপিল করেন। ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এই আপিল খারিজ করা হয়। আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন করা হয় যা ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়।

১০. এরপরে, বেসরকারী উত্তরদাতা ২০২২ সালের ও. এ. ৫০৫,২০২২ সালের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের কাছে যান যেখানে ২১শে জুন, ২০২৩ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি পাস করা হয়েছিল।

১১. বিতর্কিত আদেশে ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে যে, ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশনে উপস্থাপক আধিকারিক নিয়োগের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই, তবে এই ধরনের রেগুলেশন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে উপস্থাপক আধিকারিক নিয়োগ করতে বাধা দেয় না। ট্রাইব্যুনাল রাম লখন শর্মা (উপরে) এবং অর্থ বিভাগের ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪-র বিজ্ঞপ্তি নং ৪৯৫৬/১-এফ (পি)-এর কথা উল্লেখ করেছে এবং দেখেছে যে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি তদন্তের সময় একজন উপস্থাপক আধিকারিক নিয়োগের জন্য শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যতামূলক।

১২. ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর প্রজ্ঞাপনে অর্থ বিভাগের নং ৪৯৫৬-এফ (পি) যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণীবিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৭১-এ নির্দিষ্ট সংশোধনী প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৩. ১৯৭১ সালের বিধিমালা ২ (১) (iv) নিম্নরূপঃ-

> " ২. প্রয়োগঃ-(১) এই নিয়মগুলি হবে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য- ছাড়া
>
> ....
>
> ....
>
> ....
>
> (iv) পুলিশ পরিদর্শক এবং -এর সদস্যরা অধস্তন পুলিশ বাহিনী; এবং
>
> ....
>
> ...."

১৪. বিধি, ১৯৭১-এর বিধি ২ (১) (iv)-এর ভিত্তিতে, এখানে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা ১৯৭১-এর বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। ফলস্বরূপ, বেসরকারী উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার ক্ষেত্রে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি ততটা আকৃষ্ট হয় না।

১৫. রাম লখন শর্মা (উপরে) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি এবং একটি তদন্তে উপস্থাপক অফিসার নিয়োগ না করার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেনঅগ্রসর হচ্ছে। এটি নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিরঃ-

> '' ৩৩. ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার পর অনুচ্ছেদ ১৬-এর নীতিগুলির সারসংক্ষেপ করেছে যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ
>
> "১৬. আমরা এইভাবে নীতিগুলির সারসংক্ষেপ করতে পারিঃ
>
> > (i) বিচারকের পদে থাকা তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউটরের পদে থাকা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করবেন না।
> >
> > ii) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রতিটি তদন্তে একজন উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগ না করা, নিজেই তদন্তকে কলুষিত করবে না।
> >
> > (iii) তদন্ত কর্মকর্তা, সত্যে পৌঁছানোর জন্য বা ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য, প্রসিকিউশনকে প্রশ্ন করতে পারেন সাক্ষী এবং প্রতিরক্ষা সাক্ষীরাও।

উপস্থাপক আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে, যদি তদন্ত আধিকারিক তথ্য বের করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে কোনও প্রশ্ন রাখেন, তাহলে তাঁর উচিত অপরাধী কর্মচারীকে সেই ব্যাখ্যাগুলির উপর এই ধরনের সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দেওয়া।

(iv) যদি তদন্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা উত্তর দিয়ে গর্ভবতী বিভাগীয় সাক্ষীদের কাছে প্রধান প্রশ্ন রাখেন, অথবা প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের জেরা করেন বা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরামর্শমূলক প্রশ্ন রাখেন, তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউটর হিসাবে কাজ করেন যার ফলে তদন্তকে কলুষিত করা হয়।

(v) যেহেতু উপস্থাপক কর্মকর্তার অনুপস্থিতি নিজেই তদন্তকে কলুষিত করবে না এবং এটি স্বীকৃত হয় যে তদন্ত কর্মকর্তা সত্যটি বের করার জন্য যে কোনও বা সমস্ত সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাই একজন তদন্ত কর্মকর্তা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন কিনা এই প্রশ্নটি তদন্তে যে পদ্ধতিতে প্রমাণ দেওয়া হয় এবং রেকর্ড করা হয় তার সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একজন তদন্ত কর্মকর্তা কেবল তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন বা উপস্থাপক কর্মকর্তা হিসাবেও কাজ করেছেন কিনা তা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে। পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ এড়াতে এবং তদন্তের ঝুঁকি চালানোর জন্য অবৈধ এবং পক্ষপাত হিসাবে ঘোষিত, বর্তমান

> প্রবণতাটি অবিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপক কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা বলে মনে হয়, সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যতীত।যা হতে পারে তাই হোক।"

১৬. ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন দ্বারা পরিচালিত হয়। এর রেগুলেশন ৮৬১ একটি তদন্ত কার্যক্রমে উপস্থাপক অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নীরব।

১৭. বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা তদন্ত কার্যক্রমে উপস্থাপক অফিসার নিয়োগ না করার কারণে তার প্রতি কোনও কুসংস্কার প্রদর্শন করতে অক্ষম। আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে, তদন্তের কার্যক্রমে, নথিগুলি প্রসুত করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

১৮. আমরা তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের কাছে উপলব্ধ নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা তদন্ত কর্মকর্তার সামনে বিবৃতি দিয়েছিলেন যা তদন্ত কর্মকর্তা রেকর্ড করেছিলেন। এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার সময়, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা কিছু নথি উপস্থাপন করেছিলেন যা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এমন কিছু নথি নেই যা দেখায় বা ইঙ্গিত করে যে, তদন্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কাছে প্রধান বিবৃতি দিয়েছেন।

১৯. উপস্থাপক কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে কুসংস্কারের বিষয়টি তদন্ত কার্যক্রমের সময় নেওয়া হয়নি। আসলে, এটি ট্রাইব্যুনাল পর্যায় পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

২০. তা ছাড়া, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উত্তরের বিন্যাসে জেরা রেকর্ড করা হয়েছিল।

২১. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিতে অক্ষম যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের মাধ্যমে নথির প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা বিবৃতি রেকর্ড করা, বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি করেছে।

২২. রাম লখন শর্মা (উপরে)-তে নির্ধারিত অনুপাতটি অনুসরণ করা হয়েছিল এবং হেমায়েত মিয়া (উপরে)-তে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

২৩. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা উপযুক্ত হবে।

২৪. বেসরকারী উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, বেসরকারী উত্তরদাতা মূল আবেদনে ট্রাইবুনেলের সামনে অন্যান্য বিষয় উত্থাপন করেছেন এবং তাই, এটি উপযুক্ত যে, মূল আবেদনটি ট্রাইবুনেল দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি এবং নিষ্পত্তি করা হবে।

২৫. এই বিষয়ে ব্যক্তিগত উত্তরদাতার যুক্তিসঙ্গত যুক্তি গ্রহণযোগ্য।

২৬. ট্রাইব্যুনালকে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির কুসংস্কার এবং লঙ্ঘনের বিষয়ে সমস্যা ব্যতীত যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালকে ২০২২ সালের ও. এ. ৫০৫-এর শুনানি এবং নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, বিশেষ করে

এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে এটি আদেশ করা হয়েছে ।

২৭. ২০২৩ সালের ডব্লিউ পি.এস টি ১৫৮ খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়।

(বিচারপতি দেবাংশু বসাক)

২৮. আমি একমত।

(বিচারপতি মো. শব্বর রশিদি)

সিএইচসি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal